সিসিএনএফ মাসিক (জুলাই) সভা অনুষ্ঠিত

১৮ জুলাই ২০১৮ তারিখ কক্সবাজার সিএসও-এনজিও ফোরাম (সিসিএনএফ)-এর মাসিক সভা পালস কক্সবাজার সাব অফিসে সিসিএনএফ কো চেয়ার আবু মোরশেদ চৌধুরী-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সিসিএনএফ সদস্য স্থানীয় বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধিগণ সভায় উপস্থিত হন।

ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব্ ভলান্টারী এজেন্সিস (ICVA)- এর ডাইরেক্টর মি. মাইকেল হাইডেন এবং ICVA – এর এশিয়ার আঞ্চলিক প্রতিনিধি মি. জেরেমি ওয়েলারড সভায় উপস্থিত ছিলেন। সিসিএনএফ-এর পক্ষ থেকে কো চেয়ার আবু মোরশেদ চৌধুরী সভার শুরুতে তাঁদেরকে (**ICVA**- নেতৃবৃন্দকে) ফুলের তোড়া উপহার দিয়ে স্বাগত জানান।

সিসিএনএফ সদস্য এনজিও প্রতিনিধিগণ রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কাজ করতে গিয়ে তাদের বর্তমান সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ তুলে ধরেন। **ICVA** নেতৃবৃন্দ মানবিক কার্যক্রম পরিচালনার পরিবেশ শক্তিশালী করতে এবং স্থানীয় এনজিওদেরকে সহায়তা করার কথা ও তাদের প্রতি সংহতির কথা জানান।

সিসিএনএফ কো-চেয়ার আবু মোরশেদ চৌধুরী ICVA নেতৃবৃন্দকে ফুলের তোড়া উপহার দিয়ে স্বাগত জানান

মায়ানমার থেকে বিতাড়িত নাগরিকদের ক্যাম্পে কাজ করতে গিয়ে স্থানীয় এনজিও-রা কি কি সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন তা ICVA- এর ডাইরেক্টর মি. মাইকেল হাইডেন উপস্থিত সকলের কাছ থেকে জানতে চান। তাঁরা চ্যালেঞ্জ সমাধানে কি করণীয় তাও জানতে চান।

সিসিএনএফ কো-চেয়ার আবু মোরশেদ চৌধুরী স্থানীয় এনজিওরা বর্তমানে যে সকল সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে তা সভায় তুলে করেন। তিনি বলেন, স্থানীয় এনজিওরা ক্যাম্পে কাজ করতে খুবই কম সুযোগ পাচ্ছে। তিনি বলেন, অনেক আন্তর্জাতিক এনজিও মাঠ পর্যায়ে সরাসরি ক্যাম্পে ওপারেশনাল কাজ করছে। তিনি বলেন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছ থেকেও স্থানীয় এনজিওরা কম সহযোগিতা পায়। তিনি সম্প্রতি দৈনিক পত্রিকায় ইউএনএইচসিআর কর্তৃক প্রকাশিত প্রকল্পের জন্য আহবানের যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে তা সভায় তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, প্রকল্পের জন্য আহবানে প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ায় দক্ষতার বিষয়টি গুরুত্ব পেলে স্থানীয় এনজিওরা স্বাভাবিকভাবেই বাদ পড়বে।

শাহীনূর ইসলাম, প্রধান-ক্যাম্প ভিত্তিক প্রকল্প, কোস্ট ট্রাস্ট বলেন, অধিকাংশ সাইট ব্যবস্থাপনা করছে আন্তর্জাতিক এনজিওরা। তারা আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এবং নিজেদের পছন্দের ভিত্তিতে জমি বরাদ্দ অনুমোদন দেন। তিনি বলেন, ক্যাম্পে কাজ করার জন্য জমি বরাদ্দ নিরপেক্ষভাবে ও গণতান্ত্রিকভাবে হওয়া আবশ্যক।

সিসিএনএফ সভা। স্থান: পালস কক্সবাজার সাব অফিস, বাজারঘাটা। তারিখ ১৮ জুলাই ২০১৮

নোঙ্গরের নির্বাহী পরিচালক দিদারুল আলম রাশেদ বলেন, সম্প্রতি ইউএনএইচসিআর প্রকল্পের জন্য প্রস্তাব আবেদন করার যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছে তাতে যে প্রক্রিয়া নির্দেশ করেছে তাতে সেই কাজ পাওয়া স্থানীয় এনজিওদের জন্য খুব কঠিন হবে। ওই বিজ্ঞপ্তিতে *গ্রান্ড-বার্গেন* এবং *হোল-অব্-সোসাইটি এপ্রোচ* অনুপস্থিত। কিন্তু ইউএনএইচসিআর **চার্টার-অব-চেঞ্জ** –এর স্বাক্ষরকারী সংস্থা। তিনি আন্তর্যাতিক সংস্থা ও ইউ এন এজেন্সিসমূহের **লোকালাইজেশন ও গ্রান্ড বার্গেন পলিসি** এড়িয়ে যাবার বিষয়টি সভায় উত্থাপন করেন।

ICVA কর্মকর্তা Mr. Michael Hyden and Mr. Jeremy Wellard দুজনেই সভায় জানান যে, তারা সভায় আলোচিত বিষয়গুলো আন্তর্জাতিক সংশ্লিষ্ট মহলে তুলে ধরবেন। তারা বলেন, তারা একই সাথে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার জন্য কাজ করেন। তবে যেখানে মানবিক সহায়তামূলক কাজকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন সেখানে তাঁরা তাই করেন।

সিসিএনএফ কো-চেয়ার আবু মোরশেদ চৌধুরী সকলকে সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শেষ করেন।